Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE
GEOGRAPHICAL INDICATION
(GI)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অঃ ও প্রঃ)
(খ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (জিঃ আই)
(চ) সিস্টেমস্ এনালিস্ট
স্বাক্ষরিত
রেজিস্ট্রার

JOURNAL

March, 2023

GI Journal No. 17

Published on : ০৬/০৪/২০২৬
Price :

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদন পত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনেরপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি রেজিস্ট্রার বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদন্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (**mechanism**) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে ঃ

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-১১

আবেদনের তারিখ : ১৯-০২-২০১৭

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম" যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নামঃ "চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম"

শ্রেণিঃ ৩১

ক) আবেদনকারীর নামঃ ড. মোঃ হামিম রেজা, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

খ) ঠিকানাঃ আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলার আমচাষীদের তালিকা তৈরী করা হয়েছে (সংযুক্ত-১)। এই জেলার প্রায় সর্বত্রই এই জাতটির বাণিজ্যিক চাষাবাদ হচ্ছে। সুতরাং পরবর্তীতে চাহিদানুযায়ী আরও আশ্বিনা আমচাষী তালিকায় সংযোজন হতে পারে।

ঘ) প্রকারঃ আমের জাত - চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম একটি নাবী জাতের আম। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয়।

ঙ) স্পেসিফিকেশনঃ

ফলের আকার কিছুটা তির্যকভাবে ডিম্বাকৃতি ও চ্যাপ্টা। ফলটি গড়ে লম্বায় ১২.৮ সে.মি., পাশে ৮.৬ সে.মি. উচ্চতায় ৬.২ সে.মি. এবং গড়ে ওজন ৫৫২.০ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের রং সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ এবং শাঁসের রং হলুদ থেকে হলুদাভ কমলা বর্ণের। তবে ব্যাগিং প্রযুক্তিতে উৎপাদিত আম গুলো হালকা হলুদ হতে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। শাঁসের রং হলুদাভ ও রসাল, প্রায় আঁশবিহীন ও মিষ্টি। গড় মিষ্টতা ১-৭-১৮%। ফলের খোসা মোটা ও আঁটি ছোট। আঁটি গড়ে লম্বায় ১০.৪ সে.মি., পাশে ৪.৫ সে.মি., পুরুত্বে ১.৯ সে.মি. এবং গড় ওজনে ৪৩.৯ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় আহারোপযোগী অংশ শতকরা ৭৭.৮ ভাগ।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম নাবী জাতের। স্বাদে তুলনামূলকভাবে কম সুস্বাদু হলেও নাবী এই জাতটির চাহিদা অনেক বেশি। আমের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে এই জাতটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অধীন শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটের রাজার বাগানে এবং একই উপজেলার মনাকশার শাহ মোহাম্মদ চৌধুরীর বাগানে উৎকৃষ্ট আশ্বিনা জাতের আমসহ আরো অনেক জাতের চাষাবাদ হতো। এছাড়াও ভোলাহাট উপজেলায় প্রচুর পরিমাণে আশ্বিনা আমের জাতটি দেখা যায়। আশ্বিনা উৎকৃষ্ট জাতসমূহের মধ্যে অন্যতম না হলেও জনপ্রিয় বাণিজ্যিক জাত। ফল মাঝারি আকারের এবং অনেকটা ডিম্বাকৃতির। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমটি পাকে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৭–৯ দিন সময় লাগে। ফলন খুবই ভাল তবে অনিয়মিত। ফল পরিপক্ক হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। এ জাতের আমের পুরুষ ও উভলিঙ্গ ফুলের আনুপাতিক হার যথাক্রমে শতকরা ৮৯.০ ও ১১.০ ভাগ। দেশের সর্বত্র চাষাবাদ করা যেতে পারে। এ জাতের গাছ ছড়ানো প্রকৃতির। উচ্চতা প্রায় ১০ থেকে ১১ মিটার। একান্তরক্রমিক ফল দেয়। পাতা মধ্যম আকৃতির এবং বল্লম আকৃতির। পাতার বোঁটা লম্বায় ৫-৬ সে.মি., পত্রফলক লম্বায় ২৪-২৫ সে.মি. এবং চওড়ায় ৪-৫ সে.মি.; কচি পাতার রং সবুজ এবং পাতার প্রান্তসুঁচালো। পুষ্পমঞ্জরী টার্মিনাল, আকৃতি পিরামিডাল, সাইজ বড়, দৈর্ঘ্য ৩২ সে.মি., প্রস্থে ১৯ সে.মি., ফুল উভলিঙ্গ।

Sequencing of rDNA amplicon

Each fragment amplified from Ashwina variety was cut and purified using DNA purification kit (Beijing Sunbiotech Co., Ltd. Beijing, China) and send the sample for sequencing to the company (Beijing Sunbiotech Co. Ltd., Beijing, China). The sequence of commercial variety Ashwina was submitted to National Center Biotechnological Information (NCBI) and GenBank accession numbers are given below;

Ashwina (KC793996)

GGGTTGATAGCTCAACTTCTTGGCTAGCGGCCATAGTCCCTCTAAGAAGCTGGCCACGAAGGGTACAC
CTCCGCATAGCTAGTTAGCAGGCTGAGGTCTCGTTCGTTAACGGAATTAACCAGACAAATCGCTCCAC
CAACTAAGAACGGCCATGCACCACCACCCATAGAATCAAGAAAGAGCTCTCAGTCTGTCAATCCTTAC
TATGTCTGGACCTGGTAAGTTTCCCCGTGTTGAGTCAAATTAAGCCGCAGGCTCCACTCCTGGTGGTGC
CCTTCCGTCAATTCCTTTAAGTTTCAGCCTTGCGACCATACTCCCCCCGGAACCCAAAGACTTTGATTT
CTCATAAGGTGCCAGCGGAGTCCTAAAAGCAACATCCGCTGATCCCTGGTCGGCATCGTTTATGGTTG
AGACTAGGACGGTATCTGATCGTCTTCGAGCCCCCAACTTTCGTTCTTGATTAATGAAAACATCCTTGG
CAAATGCTTTCGCAGTTGTTCGTCTTTCATAAATCCAAGAATTTCACCTCTGACTATGAAATACGAATG
CCCCCGACTGTCCCTGTTAATCATTACTCCGATCCCGAAGGCCAACAGAATAGGACCGAAATCCTATG
ATGTTATCCCATGCTAATGTATACAGAGCGTAGGCTTGCTTTGAGCACTCTAATTTCTTCAAAGTAACA
GCGCCGGAGGCACGACCCGGCCAGTTAAGGCCAGGAGCGCATCGCCGACAGAAGGGACGAGCCGACC
GGTGCACACCGCGAGGCGGACCGGTCGACCCAACCCAAGGTCCAACTACGAGCTTTTTAACTGCAACA
ACTTAAATATACGCTATTGGAGCTGGAATTACCGCGGCTGCTGGCACCAGACTTGCCCTCCAATGGAT
CCTCGTTAAGGGATTTAGATTGTACTCATTCCAATTACCAAGCTCGAAGAGCCCGGTATTGTTATTTAT
TGTCACTACCTCCCCGTGTCAGGATTGGGTAATTTGCGCGCCTGCTGCCTTCCTTGGATGTGGTAGCCG
TATCAGCTCACGG

Amplification of DNA extracted from Ashwina variety

The DNA of Ashwina variety was extracted and amplification by UBC-840 ISSR primers and it was successfully amplified and produced two distinct bands. The amplification result was represented at lane 12 (Fig.2).

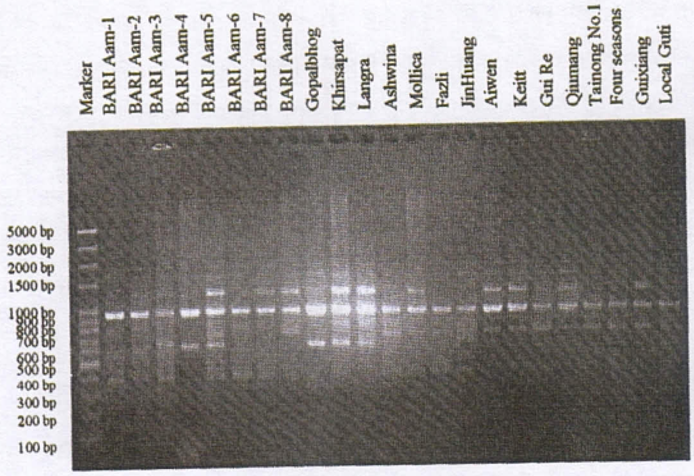

Fig. 1. Amplification profile of 23 mango cultivars or varieties employing UBC-840 primer. Five µl of amplification products of each mango variety was loaded on a 1.5% agarose gel, subjected to electrophoresis at 100 V for 48 min, and stained with ethidium bromide. Name on the top of the lanes represented varieties of mango. Each variety successfully

(ছ) ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পাঁচটি উপজেলায় এই জাতটি প্রচুর পরিমাণে চাষ হচ্ছে। তবে বেশি পরিমাণে চাষাবাদকৃত এলাকাগুলো মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানা পুনর্নির্ধারণ হলে অনেক আমবাগান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এই জেলাতে বিভিন্ন জাতের আমের সমাহার ঘটে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক আমবাগানের ইতিহাস থেকে জানা যায়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটে একটি বিরাট ঐতিহাসিক আম বাগান রয়েছে। এটির আয়তন দুইশত বিঘা এবং বাগানটির বয়স দুইশত বছর। প্রকাশ থাকে যে, ময়মনসিংহের মহারাজা সুতাংশ কুমার আচার্য বাহাদুর ব্রিটিশ যুগে এ আম বাগান গড়ে তোলেন। তিনি এখানে এসে কানসাটের কাচারি বাড়িতে থাকতেন এবং তাঁর বাগান দেখাশুনা করতেন। তাছাড়া আরো একটি ঐতিহাসিক আম বাগান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকশায় রয়েছে। এটি চৌধুরীদের আম বাগান নামে খ্যাত। এটির আয়তন ৩৫ বিঘা এবং ১৫০ বছরের পুরাতন আম বাগান। এটি মনাকশার জমিদার শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী তৈরি করেন এবং দেখাশুনা করেন। উল্লিখিত ঐতিহাসিক আম বাগান দুটিতে খিরসাপাতসহ আরো উৎকৃষ্ট জাতের আমের চাষাবাদ হতো।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম উৎপাদন অঞ্চল মানচিত্রে দেখানো হলো

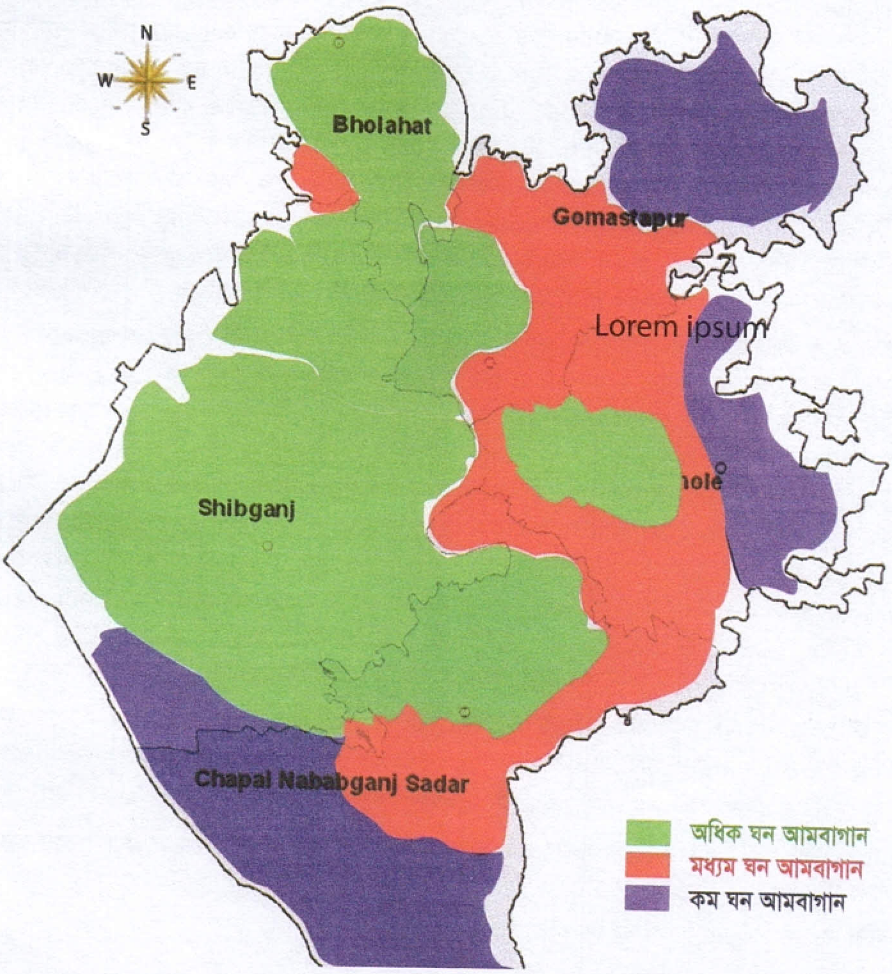

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিলাদি): প্রায় দুইশত বছরের প্রাচীন লোকসংগীত আলকাপ গান। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আলকাপ গান এখন টিকে আছে তার অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে। আলকাপ গানে সমসাময়িক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় বস্তুনিষ্ঠভাবে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিশিষ্ট আলকাপ সরকার (১৯৩৫-২০০৪) অসংখ্য গান গেয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁর সংগৃহীত আলকাপ গানের বন্দনা ছড়ায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমের ঐতিহ্যের কথা জানা যায় ১৯৫৫ সালে তিনি আম বিষয়ক একটি বন্দনা ছড়া সংগ্রহ করে আসরে পরিবেশন করেন। এই ছড়াটিতে আশ্বিনা আম (আশ্বিনা সফেদা শান্তিভোগ..বোম্বাই খিরসা আর রাধাভোগ..পাতা-১২৯) বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার বৃহত্তর রাজশাহীতে আমের বিষয়ে বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, আমই হলো নওয়াবগঞ্জ জেলার অধিবাসিদের প্রধান অর্থকারী ফসল। পরবর্তীতে মাহবুব সিদ্দিকী তার আম গ্রন্থে পাতা নং-১০৫ এবং সাব্বির আহমেদ তার প্রকাশিত জাতীয় বৃক্ষ আমগাছ গ্রন্থে আমের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের কথা তুলে ধরেছেন পাতা নং-৫৪। এই সমস্ত তথ্য প্রমাণ করে আম এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ বাণিজ্যিকভাবে আম চাষাবাদ হয়ে আসছে।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য উৎপাদন পদ্ধতিঃ ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারত ও মায়ানমারের মাঝখানে। বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এ দেশের বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০-২০০ মিলিমিটার। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বাংলাদেশের আবহাওয়া আম বাগান তৈরি ও আম উৎপাদনের উপযোগী। এ কারণে বাংলাদেশে আম বাগান গড়ে উঠেছে। আম বাগান তৈরির জন্য জমি প্রথমে চাষ দিয়ে ভালভাবে তৈরি করে নিতে হয়। পরে নকশা অনুযায়ী জনপ্রিয় বর্গাকার পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট জায়গায় আমের চারা রোপণ করা হয়। বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আম গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষার সময় চারা রোপণ না করাই ভাল। রোপণের আগে ১×১×১ মিটার বিশিষ্ট গর্ত করে গর্তের উপরের অর্ধেক মাটি এক পাশে এবং নিচের মাটি অপরপাশে রাখতে হবে। গর্ত করার পর ১০-১৫ দিন গর্ত শুকিয়ে নিতে হবে। গর্ত ভর্তি করার সময় ওপরের মাটির সাথে ১০ কেজি গোবর সার, ৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট ভালভাবে মিশিয়ে, মিশ্রিত মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে। গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে চারাটি সোজাভাবে লাগিয়ে চারিদিকে মাটি দিয়ে চাপ দিতে হবে।

চারাটির বয়স ২-৩ বছর হলে এবং চারার গোড়া থেকে নতুন ডালপালা গজালে তা কেটে ফেলতে হবে। গাছের দৈহিক বিকৃতি দেখা দিলে তা কেটে ফেলতে হবে এবং পাতাকাটা উইভিল কচি পাতা কেটে ফেললে কার্বারিল গ্রুপের সেভিন ২ গ্রাম/লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে। গাছটির বয়স ৪-৫ বছর হলে গাছে আম ধরাতে হবে। ফলন্ত গাছের পরগাছা, শুকনা ডাল, রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে। বছরে দুইবার আম গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। বর্ষার শুরুতে একবার এবং বর্ষার পরে একবার সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরে প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান করতে হবে। আম গাছে প্রধান পোকার মধ্যে আমের ফল ছিদ্রকারী পোকা এবং আমের মাছি পোকা অন্যতম। এই পোকাগুলোকে অনুমোদিত মাত্রার কীটনাশক প্রয়োগ করে এবং ব্যাগিং পদ্ধতিতে সম্পূর্ণভাবে দমন করা যায়। আমের প্রধান রোগসমূহের মধ্যে এ্যানথ্রাকনোজ ও বোঁটা পচা রোগ অন্যতম। এই রোগ দুটিকে অনুমোদিত মাত্রার ছত্রাকনাশক সময়মত স্প্রে করে এবং গরম পানিতে আম শোধনের মাধ্যমে দমন করা যায়। আমগাছে অন্যান্য রোগ ও পোকার আক্রমন হলে প্রচলিত বাগান ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দমন করা সম্ভব।

(ঞ)অনন্য বৈশিষ্ট্যঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম লম্বা ও চ্যাপ্টা আকৃতির। আমের গায়ে অসংখ্য দৃশ্যমান গ্লান্ডস থাকে। এছাড়াও এ জাতের আম হতে ভালোমানের পাল্প তৈরী করা হয়।

(ট) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষঃ ফল গবেষণা কেন্দ্র, বিনোদপুর, রাজশাহী।

অন্যান্যঃ একান্তরক্রমিক ফল ধারন অর্থাৎ এই জাতটিকে এক বছর প্রচুর ফল আসে এবং পরের বছর অত্যন্ত কম পরিমাণে ফল ধরে।

(ঠ) ব্যবহারকালঃ ১৯৫৫ সাল থেকে ব্যবহার হয়ে আসছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা জাতের অপরিপক্ব আম।

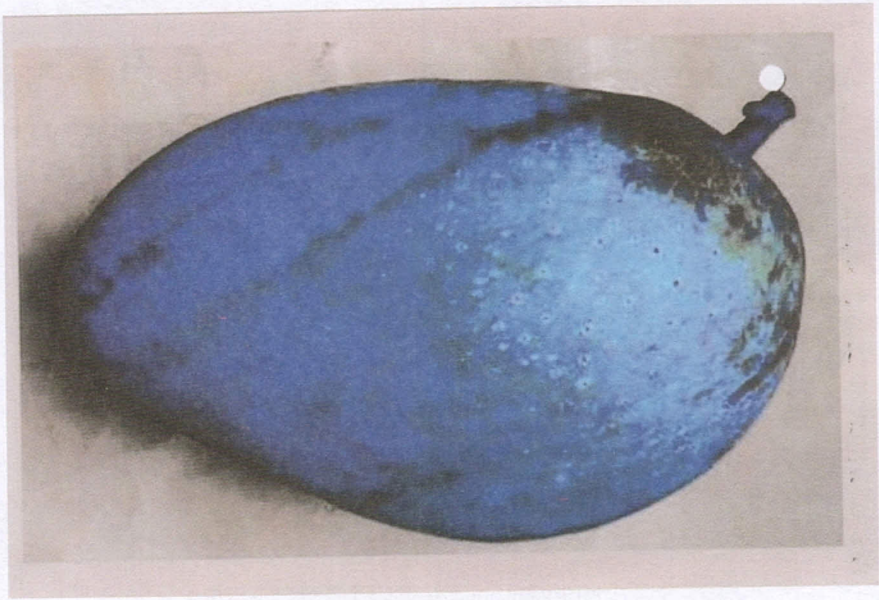

চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা জাতের অপরিপক্ক আম।

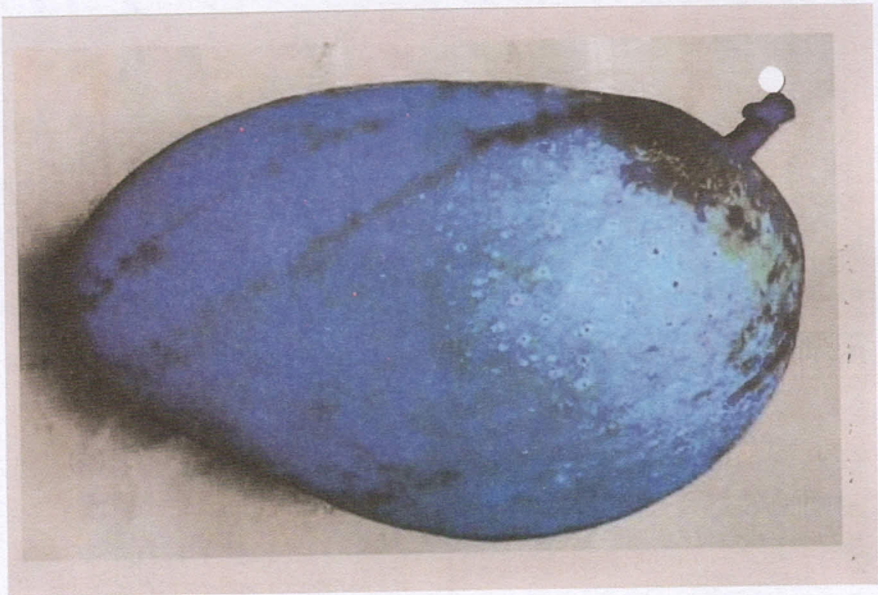

কাটা অবস্থায় আশ্বিনা আম এবং আঁটির ছবি।

ব্যাগিং প্রযুক্তিতে উৎপাদিত আশ্বিনা আম।

ব্যাগিং প্রযুক্তিতে উৎপাদিত চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-(ক)-১১০৬/২০২২-২০২৩/(শিল্প)-১৪-০৪-২০২৩-২০০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
150, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
73, Abul Hassnat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
4, N. S. Road, Kushtia.
8. Messrs Current Book Stall,
Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahaman,** Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Hasina Begum, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.